The Independent 3
SUNDAY, JULY 13, 2003

Seminar on environment and health begins in city

STAFF REPORTER

Unplanned urbanisation and unchecked flow of people from villages to the main cities of the country are creating pollution problems making city life hazardous and vulnerable to some serious diseases.

This was stated by speakers at the inaugural session of a five-day long seminar on "Building up Awareness on Environment and Health", organised by the Association for Environment and Human Resource Development at its office in the city.

Association President Dr MA Bari chaired the inaugural session which was addressed, among others, by senior economist of International Monetary Fund (IMF) and adviser of the Association Dr Shahbuddin Mosharraf Hossain, facilitator of its Study Circle Abu Mokaram Khandoker, and Alauddin Montu.

Journalists of different national dailies also participated in the discussion.

The speakers said lack of awareness about environment, unplanned urbanisation, huge development activities and industrialisation are causing increasing sufferings to the city dwellers.

They urged the government to take urgent steps for increasing basic urban facilities by reducing the pollution level.

The Independent

Study Circles launched

Association for Environment and Human Resource Development (AFEAHRD) launched a series of 'Study Circles' on 'Environment and Health' in Dhaka city on May 20. The first phase of the 'Study Circle' is expected to continue till June 30, says a press release.

A study Circle is a small group of community participants who agree to attend a number of sessions to discuss an issue of common interest. An impartial facilitator, who is not necessarily an expert on the issue, leads the group.

The objectives of running 'Study Circle' on 'Environment and Health in Dhaka city are to identify the sources of Environmental Pollution, discuss the health issues people face as a result of pollution, increase awareness on environmental issues and associated health problems faced by the people, and finally discuss action and remedies to eliminate or reduce some of the problems.

In the 5-day study circle discussion about 130 participants are taking part in the effort.

Environmental issues are being discussed at one of the Study Circles of AFEAHRD, in the city recently.

দৈনিক ইত্তেফাক
ঢাকা ঃ সোমবার, ৫ কার্তিক ১৪১০
Monday, 20 October, 2003

এ্যাফিয়ার্ডের পরিবেশ ও স্টাডি সার্কেলের রিপোর্ট প্রকাশ

এসোসিয়েশন ফর এনভায়রনমেন্ট এণ্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট (এ্যাফিয়ার্ড)-এর পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্টাডি সার্কেলের রিপোর্ট পেশ ও আলোচনা সভা গত শুক্রবার জাতীয় জাদুঘরের ভাস্কর নভেরা হলে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি ডাঃ এম এ বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী, প্রফেসর মোজাফ্ফর আহমেদ, সংসদ সদস্য নাজিম উদ্দিন আলম, সৈয়দ এ.এফ. এম ওয়াহেদ, এনডিআই-এর আবাসিক পরিচালক ডঃ ওয়েল লিপার্ট এবং এনডিআই এশিয়া অঞ্চল প্রতিনিধি ম্যাকরাম ওয়েস। সভায় স্টাডি সার্কেলের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন প্রফেসর কাজী মদীনা। জামিলুর রেজা চৌধুরী অপরিকল্পিত নগরায়ন, শব্দ ও পানি দূষণ, বর্জ্য অপসারণে অব্যবস্থাপনাকে ঢাকা শহরের প্রধান সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এতে করে নগর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ বলেন, মানুষের বিশেষ করে ছেলে-মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য উন্মুক্ত স্থান প্রয়োজন। বর্তমান অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে এগুলো বিঘ্নিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে স্টাডি সার্কেলে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন গ্রুপের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।—প্রেস বিজ্ঞপ্তি

Independent
DHAKA
SUNDAY 8 JULY 2001

Sammilito Manabadikar Morcha held a rally in front of Jatiya Press Club yesterday demanding safe healthcare and protesting inhuman behaviour to patients in government hospitals. –Independent photo

Protest against doctors' negligence

by Staff Reporter

Sammilito Manabadikar Morcha yesterday held a rally in front of Jatiya Press Club demanding safe healthcare and protesting negligence of patients in government hospitals by the doctors.

Coordinator of the Morcha AM Khondker presided. Representative of Sheba Dr Nooruddin, Zahid Hossain Majumder, cousin of Abir, a second year marketing student killed in Chittagong recently, Ashraf Khan Biplob of Spandon, Jatiya Dokan Karmachari Federation leader Md Rafiqul Islam, Enamul Haque Monir of Art Theatre spoke.

Amit Ranjan Dey of Work For Better Bangladesh presented the programme.

The speakers said depriving people of healthcare was a gross violation of human rights. They vowed to continue their movement till safe healthcare was en-

See Page 4 Col 8

4 The Independent

Doctors' negligence

From Page 1 Col 8

sured in the country. They said the people were now seriously worried at the deterioration of the healthcare service in government hospitals.

Earlier they took out a procession from the National Museum.

The News Today
2 Thursday August 14, 2003

NDI move to promote democracy

News Report

The National Democratic Institute (NDI) comprising four Non-governmental Organisations (NGOs) has initiated a new endeavour "study circle" to flourish democracy, good governance, people's right and consolidation of democracy in the country.

This was disclosed at a press conference organised by the Bangladesh Study Circle Steering Committee at the National Press Club on Wednesday.

'Study circle' was first conceived in Sweden over 100 years ago. This was introduced in our country by James V Oliver, Resident Representative of NDI in May, 2003. In the ongoing endeavour, NDI conducted 35 study circles in various parts of the country in which about 400 participants (both male and female) were included.

James Oliver said that the participants discussed problems of society and at the same time were identifying specific solutions to the problems.

Four NGOs include Democracy Watch, Transparency International Bangladesh (TIB), Gono Unnayan Prochesta (GUP) and Association for Environment and Human Rights Development (AEHRD).

The areas of pilot programme-study circle where the NGOs are working include Madaripur (Kalkini, Shibchar, and Rajoir), Gopalganj (Sadar and Mokhshedpur), Tangail (Modhupur and Dhanbari), Sherpur (Nalitabari), Mymensingh (Sadar upazila) and many parts of Dhaka metropolitan city.

James V Oliver, Resident Representative, NDI, Taleya Rahman, Executive Director of Democracy Watch and Chairperson of Bangladesh Study Circle Steering Committee, Dr Shahnaj Karim, Senior Research Officer of TIB, Dr MA Bari, President of AEHRD, M Nasiruddin Ahmed, Executive Director of GUP and Aminul Islam, Programme Manager of Democracy Watch spoke at the press conference.

THE BANGLADESH OBSERVER
DHAKA TUESDAY JULY 10, 2001

City News

Sammilita Monobadhikar Morcha brought out a procession in the city recently for safe medicare service. Prior to the procession it held a rally in front of the National Museum. Convenor of the Morcha AM Khondokar presided over the rally.

প্রথম আলো রোববার ২৯ জুন ২০০৩

শুরু হয়েছে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবিষয়ক স্টাডি সার্কেল

বিজ্ঞান প্রজন্ম প্রতিবেদক

অ্যাসোসিয়েশন ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট (অ্যাফিয়ার্ড) ঢাকা শহরে শুরু করেছে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবিষয়ক স্টাডি সার্কেল। প্রথম ধাপের এই স্টাডি সার্কেলটি চলবে আগামীকাল ৩০ জুন পর্যন্ত।

স্টাডি সার্কেল হলো এলাকাভিত্তিক অংশগ্রহণকারীদের সমন্বয়ে একটি ছোট দল, যারা আগ্রহী হন একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে বেশ কয়েকদিন আলোচনা করতে। একজন নিরপেক্ষ সহায়তাকারী থাকেন যিনি অংশগ্রহণকে প্রাণবন্ত, বিষয়ভিত্তিক, সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করেন।

চলমান পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবিষয়ক স্টাডি সার্কেলের মূল উদ্দেশ্যসমূহ হলো : শনাক্ত করা পরিবেশ দূষণের উৎসসমূহ, আলোচনা করা উক্ত দূষণের ফলে জনগণ স্বাস্থ্যগত কী কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, পরিবেশগত কারণে স্বাস্থ্যগত যেসব সমস্যায় জনগণ ভুগছে তার সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সর্বশেষে আলোচনা করা হয় কীভাবে সমস্যাগুলো সমাধান অথবা প্রতিরোধ করা যায়। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে করণীয় দিকনির্দেশনাও বের করা হয়। উক্ত পাঠচক্রের আলোচ্য বিষয় অপরিকল্পিত নগরায়ন, বায়ুদূষণ, বর্জ্য-আবর্জনা দূষণ, শব্দদূষণ ও পানিদূষণ।

পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবিষয়ক পাঠচক্রে ঢাকা শহরের ভিন্ন ভিন্ন এলাকার বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গকে সমন্বয় করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়ী, প্রশাসন, আইটি, পেশাজীবী, ঢাকা শহরের জামে মসজিদের নেতৃত্বস্থানীয় ইমামদের সমন্বয়ে দল, মহিলাদের দল, প্রফেসর, ছাত্রছাত্রী, এলাকাভিত্তিক সাধারণ অধিবাসীদের সমন্বয়ে দল। পাঁচ দিনের বর্তমান সার্কেলে ১৩০ জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করছেন। স্টাডি সার্কেলের আলোচনার আলোকে বেরিয়ে আসবে সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা ও পরিবেশগত দূষণ কমানোর প্রতিরোধসমূহ।

প্রথম আলো বৃহস্পতিবার ১৪ আগস্ট ২০০৩

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে স্টাডি সার্কেল

নিজস্ব প্রতিবেদক

সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় জনগণের ভূমিকা আরো জোরালো করার লক্ষ্যে দেশে স্টাডি সার্কেল পরিচালিত হচ্ছে। গতকাল বুধবার বাংলাদেশ স্টাডি সার্কেল স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা স্টাডি সার্কেলবিষয়ক এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।

বর্তমানে ৪০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে ৩৫টি স্টাডি সার্কেল পরিচালিত হচ্ছে। এর বেশির ভাগই তৃণমূল পর্যায়ের। দেশের চারটি বেসরকারি সংস্থা-ডেমক্রেসিওয়াচ, গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট এসব স্টাডি সার্কেলকে সহায়তা করছে।

জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্টাডি সার্কেল স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান তালেয়া রেহমান, এনডিআইর স্থানীয় প্রতিনিধি জেমস অলিভার ও সহযোগী চারটি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ। সম্মেলনে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর।

স্টাডি সার্কেলে এ পর্যন্ত পরিবেশ ও স্বাস্থ্য, বিকল্প পন্থায় বিরোধ নিষ্পত্তি, প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, ইউনিয়ন পরিষদ কাঠামো, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

দৈনিক মাতৃভূমি

রবিবার ২৪ আষাঢ় ১৪০৮ ☐ ৮ জুলাই ২০০১

নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবার দাবিতে সম্মিলিত মানবাধিকার মোর্চা গতকাল প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচী পালন করে - মাতৃভূমি

দৈনিক আল মুজাদ্দেদ
THE DAILY AL MUJADDED
ঢাকা ঃ ১৮ অক্টোবর ২০০৩ ॥ ৩ কার্তিক ১৪১০

অপরিকল্পিত নগরায়ন ঢাকার অন্যতম প্রধান সমস্যা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এসোসিয়েশন ফর এনভায়রণমেন্ট এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট (এ্যাফিয়ার্ড)-এর আলোচনা সভায় বক্তাগণ বলেছেন, ঢাকা শহরের সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অপরিকল্পিত নগরায়ন। গতকাল শুক্রবার জাতীয় যাদুঘরের ভাস্কর নভেরা আয়োজিত এ্যাফিয়ার্ড-এর পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যাডি সার্কেলের রিপোর্ট পেশ অনুষ্ঠানে

২ পাতায় ৬-এর কলাম

প্রধান সমস্যা

প্রথম পাতার পর

সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ এম.এ বারী। রিপোর্ট উপস্থাপন করেন প্রফেসর কাজী মদিনা। আলোচকবৃন্দের মধ্যে ছিলেন, ব্রাক ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের সভাপতি প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী, প্রফেসর মোজাফফর আহমদ, সংসদ সদস্য জনাব নাজিম উদ্দিন আলম, সৈয়দ এ.এন.এম ওয়াহেদ প্রমুখ। প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, ঢাকা শহরের প্রধান সমস্যা মূলতঃ অপরিকল্পিত নগরায়ন। তারপর পরিবেশ, বায়ু, পানি ও শব্দ দূষণ তো আছেই। তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বর্জ্য অপসারণে অব্যবস্থাপনা। জনাব জামিলুর রেজা বলেন, স্ট্যাডি সার্কেলের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষেই সাধারণ মানুষের সুচিন্তিত মতামত বেরিয়ে আছে। প্রফেসর মোজাফফর আহামদ বলেন, স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি মানুষের মৌলিক অধিকার। মানুষের বিশেষ করে শিশু কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য যথেষ্ট উন্মুক্ত স্থান প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে নগরায়নের ফলে তা বিঘ্নিত হচ্ছে। তিনি বলেন, একদিকে অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে খোলা জায়গা বন্ধ হচ্ছে। অন্যদিকে, জলাশয়গুলো ভরাট করার ফলে সমস্যা আরো প্রকটতর হচ্ছে। জনাব মোজাফফর আহমদ বলেন, কনক্রিটের নগরী হিসেবে ঢাকা সারাক্ষণ উত্তপ্ত হয়ে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে।

সংসদ সদস্য জনাব নাজিম উদ্দিন আলম বলেন, বর্তমান সরকার পরিবেশ রক্ষের অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে পলিথিন এবং টু স্ট্রোক বিশিষ্ট বেবী ট্যাক্সি নিষিদ্ধকরণ অন্যতম। সভাপতির বক্তব্যে জনাব এম.এ.বারী এ্যাফিয়ার্ডের কার্যক্রমকে সম্মুখপানে এগিয়ে নেয়ার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

জনগণের ক্ষমতায়ন ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে বেসরকারী উদ্যোগ

ষ্টাফ রিপোর্টার : জনগণের ক্ষমতায়ন ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ষ্টাডি সার্কেল পরিচালিত হচ্ছে। চারটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ইতোমধ্যেই এ প্রক্রিয়ায় ৪শ' জনের বেশী লোককে সম্পৃক্ত করেছে। যার সিংহভাগই তৃণমূল পর্যায়ের নারী-পুরুষ। ডেমোক্রেসিওয়াচ, গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এবং এসোসিয়েশন ফর ইনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট এ পর্যন্ত ৩৫টি ষ্টাডি সার্কেল পরিচালিত করেছে। যার বিষয় ছিল পরিবেশ ও স্বাস্থ্য, বিকল্প পন্থায় বিরোধ নিষ্পত্তি, প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, ইউনিয়ন পরিষদ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

বাংলাদেশ ষ্টাডি সার্কেল ষ্টিয়ারিং কমিটির উদ্যোগে গতকাল (বুধবার) জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এসব তথ্য জানান হয়। কমিটির চেয়ারম্যান মিসেস তালেয়া রহমান সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, স্থানীয় সমস্যার সমাধান এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে ষ্টাডি সার্কেল একটি সম্মিলিত কমিউনিটি উদ্যোগ। তবে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ সঠিকভাবে নিশ্চিত হলে এই প্রক্রিয়া অধিক ফলপ্রসূ হবে। তিনি বলেন, ষ্টাডি সার্কেল হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র পরিসরের গণতন্ত্র। বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী এর গ্রহণযোগ্যতাও রয়েছে। তিনি জানান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিস্তিন, পূর্ব ইউরোপ, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ, তানজানিয়া এবং পূর্ব তিমুরে ষ্টাডি সার্কেলের ব্যবহার দীর্ঘদিন থেকে হয়ে আসছে এবং যুক্তরাষ্ট্রেও এর ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইনকিলাব : বাংলাদেশ ষ্টাডি সার্কেল ষ্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান তালেয়ার রহমান গতকাল (বুধবার) জাতীয় প্রেস ক্লাবে ষ্টাডি সার্কেল সম্পর্কে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন

দৈনিক
৮ ইত্তেফাক
ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার, ৫ আষাঢ়, ১৪১০ ❑ Thursday, 19 June, 2003

করা হয়।

এসোসিয়েশন ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট

এসোসিয়েশন ফর এনভায়রনমেন্ট এণ্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট (এ্যাফিয়ার) গত ১০ই মে, থেকে ঢাকা শহরে শুরু করেছে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অনেকগুলো ষ্টাডি সার্কেল। প্রথম ধাপের এই ষ্টাডি সার্কেলটি চলবে আগামী ৩০শে জুন পর্যন্ত। পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক পাঠচক্রে ঢাকা শহরের ভিন্ন ভিন্ন এলাকার বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গকে সমন্বয় করা হয়েছে। এর রয়েছে ব্যবসায়ী প্রশাসন আই,টি, পেশাজীবী, ঢাকা শহরে জামে মসজিদের নেতৃত্ব স্থানীয় ইমাম মহিলা প্রফেসর, ছাত্র-ছাত্রী এবং এলাকাভিত্তিক সাধারণ অধিবাসীদের সমন্বয়ে দল। বর্তমানে সার্কেলে ১৩০ জন অংশগ্রহণ করছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
Thursday, 14 August, 2003
বৃহস্পতিবার, ৩০ শ্রাবণ, ১৪১০

এনডিআই দেশের কয়েকটি স্থানে ‘স্টাডি সার্কেল’ চালু করেছে

॥ বাসস ॥ ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) বাংলাদেশের কয়েকটি স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে জনগণের ক্ষমতায়ন ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে ‘স্টাডি সার্কেল’ চালু করেছে। এই স্টাডি সার্কেলে’ পরিবেশ ও স্বাস্থ্য, বিকল্প পন্থায় বিরোধ (১৬শ পৃঃ দ্রঃ)

এনডিআই দেশের

(৩য় পৃঃ পর)

নিষ্পত্তি, প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এনডিআই-৪টি বেসরকারি সংস্থা- ডেমোক্রেসি ওয়াচ, গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এবং এসোসিয়েশন ফর ইনভার্নমেন্ট এন্ড হিউমেন রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট-এর মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে এই স্টাডি সার্কেল পরিচালনা করে আসছে। গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে ষ্টাডি সার্কেল ষ্টিয়ারিং কমিটি এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য তুলে ধরেন। সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনডিআই বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি জেমস ডি অলিভার। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন স্টাডি সার্কেল ষ্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারপারসন ও ডেমোক্রেসি ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান। এছাড়াও স্টাডি সার্কেল কার্যক্রম পরিচালনাকারী ৪টি বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ কার্যক্রমের ওপর বক্তব্য রাখেন। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, মাদারীপুরের কালকিনি, শিবচর ও রাজৈর, গোপালগঞ্জের সদর উপজেলা, মকসুদপুর, শেরপুরের নালিতাবাড়ি, ময়মনসিংহের সদর উপজেলা ও ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় স্টাডি সার্কেল পরিচালিত হচ্ছে।

দৈনিক প্রকাশনার ১১ বছর সত্য প্রকাশে নির্ভীক
রূপালীদেশ
THE DAILY RUPALIDESH
ঢাকা রবিবার ৪ কার্তিক ১৪১০ বাংলা □ ১৯ অক্টোবর ২০০৩

এ্যাফিয়ার্ডের পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্টাডি সার্কেলের রিপোর্ট পেশ

রূপালীদেশ রিপোর্ট ॥ এসোসিয়েশন ফর এনভায়রনমেন্ট এণ্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট (এ্যাফিয়ার্ড)-এর পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্টাডি সার্কেলের রিপোর্ট পেশ ও আলোচনা সভা গত শুক্রবার জাতীয় জাদুঘরের ভাস্কর নভেরা হলে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি ডাঃ এম.এ.বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ব্রাক ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী, প্রফেসর মোজাফ্ফর আহমেদ, সংসদ সদস্য নাজিম উদ্দিন . আলম, সৈয়দ এ.এফ.এম ওয়াহেদ, এনডিআই-এর আবাসিক পরিচালক ডঃ ওয়েন লিপার্ট এবং এনডিআই এশিয়া অঞ্চল

২এর পাতায় দেখুন

এ্যাফিয়ার্ডের পরিবেশ

প্রতিনিধি ম্যাকব্যান ওয়েন্স। সভায় স্টাডি সার্কেলের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন প্রফেসর কাজী মদীনা।

জামিলুর রেজা চৌধুরী অপরিকল্পিত নগরায়ন, শব্দ ও পানি দূষণ, বর্জ্য অপসারণে অব্যবস্থাপনাকে ঢাকা শহরের প্রধান সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এতে করে নগর জীবনদুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে তিনি এ্যাফিয়ার্ডের স্টাডি সার্কেল কার্যক্রমকে স্বাগত জানান।

প্রফেসর মোজাফ্ফর আহমেদ বলেন, মানুষের বিশেষ করে ছেলে-মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য উন্মুক্ত স্থান প্রয়োজন। বর্তমান অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে এগুলো বিঘ্নিত হচ্ছে।

সংসদ সদস্য নাজিম উদ্দিন আলম পলিথিন এবং পুরনো যানবাহন বন্ধে বর্তমান সরকারের সাফল্য তুলে ধরে বলেন, সরকার পরিবেশবান্ধব সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণে বদ্ধপরিকর।

সভাপতির বক্তব্যে ডাঃ এম এ বারী পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ে এ্যাফিয়ার্ড স্টাডি সার্কেল যে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা তৈরী করেছে তা বাস্তবায়নে সরকার ও বিভিন্ন মহলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

দ্বিতীয় পর্বে স্টাডি সার্কেলে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন গ্রুপের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

ঢাকা শনিবার ১৮ অক্টোবর ২০০৩ ভোরের কাগজ

স্টাডি সার্কেলের রিপোর্টে তথ্য

পরিবেশ দূষণে রাজধানীতে প্রতিদিন ৪২ জন মারা যাচ্ছে

কাগজ প্রতিবেদক : পরিবেশগত ঝুঁকি রাজধানীর স্বাস্থ্যচিত্র পাল্টে দিচ্ছে। মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে নানা ধরনের প্রাণঘাতী রোগে। পরিবেশ দূষণের কারণে ঢাকায় প্রতিদিন ৪২ জনের প্রাণহানি ঘটছে। বেসরকারি সংগঠন অ্যাফিয়ার্ডের পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্টাডি সার্কেলের রিপোর্টে গতকাল এ তথ্য জানানো হয়। রিপোর্ট প্রকাশ উপলক্ষে জাতীয় জাদুঘরের ভাস্কর নভেরা হলে অনুষ্ঠিত আলোচনায় অংশ নেন প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী, প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ, নাজিমউদ্দিন আলম এমপি, সৈয়দ এ এন এম ওয়াহিদ, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের (এনডিআই) মি. ওয়েন লিপার্ড ও ম্যাকরান ওয়েচ।

অ্যাফিয়ার্ড নির্বাহী কমিটির সদস্য প্রফেসর কাজী মদিনার রিপোর্ট উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে আলোচনার সূচনা হয়। উপস্থাপিত রিপোর্টে অপরিকল্পিত নগর উন্নয়ন, বর্জ্য, আবর্জনা, বায়ু, শব্দ ও পানি দূষণের তথ্যাবলী স্থান পায়। রিপোর্টের প্রতিটি স্তরে দূষণের কারণ, সমস্যা ও সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়। স্টাডি সার্কেলের সদস্যরা রিপোর্টের তথ্যাবলী একত্রিত করেন। সার্কেলগুলো হচ্ছে— ইমাম সার্কেল, সাংবাদিক সার্কেল, গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি সার্কেল, কলেজ শিক্ষক সার্কেল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সার্কেল, এমবিএ পেশাজীবী সার্কেল, পল্লবী-মিরপুর এলাকাবাসী সার্কেল, আইটি পেশাজীবী সার্কেল, জোয়ার সাহারা এলাকাবাসী সার্কেল ও অ্যাফিয়ার্ড স্টাফ সার্কেল।

স্টাডি রিপোর্টে বলা হয়, রাজধানীর প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ লোক প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষণের শিকার। বায়ু, শব্দ, বর্জ্য-আবর্জনা ও পানি দূষণ তাদের জন্য মারাত্মক সমস্যা ডেকে আনছে। বলা হয়, অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে বনাঞ্চল উজাড় হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। বিপুল পরিমাণ বর্জ্য চলে যাচ্ছে নদী, ডোবা-নালা ও ড্রেনে। দেখা দিচ্ছে জলাবদ্ধতা। এর ফলে নগরবাসী নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বায়ু, পানি ও শব্দ দূষণও একইভাবে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করছে। বিভিন্ন স্তরের নাগরিকগোষ্ঠীর মতামতের ভিত্তিতে স্টাফ রিপোর্টে বেশকিছু সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়।

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

পরিবেশ দূষণে রাজধানীতে

● শেষের পাতার পর

রিপোর্টের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ ধরনের কাজের দৃষ্টান্ত রয়েছে। স্টাডি সার্কেলের মাধ্যমে যেকোনো বিষয়ের ভেতরকার তথ্য খুব সহজে বের করে আনা সম্ভব। আমাদের দেশে এ ধরনের কার্যক্রম আরো ব্যাপক পরিসরে করা প্রয়োজন। প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ বলেন, শুধু স্টাডি আর সুপারিশমালা তৈরি করে বসে থাকলেই চলবে না। এর বাস্তব প্রয়োগ দরকার। তিনি সমীক্ষা পর্যায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ গ্রহণের ওপর জোর দেন।

নাজিমউদ্দিন আলম এমপি বলেন, রাজধানীসহ সারা দেশের পরিবেশ উন্নয়নে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ইতিমধ্যে এর সুফলও পাওয়া যাচ্ছে।

পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্টাডি সার্কেলের রিপোর্ট প্রকাশ উপলক্ষে এসোসিয়েশন ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট (অ্যাফিয়ার্ড) গতকাল দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‌্যালি, আলোচনা সভা, সার্টিফিকেট বিতরণ, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই), সিডা ও ইউএসএইড যৌথভাবে অ্যাফিয়ার্ডের এ কার্যক্রমে সহযোগিতা জোগাচ্ছে।

সম্প্রতি এ্যাফিয়ার্ডের উদ্যোগে এবং এনডিআই, ইউএসএইড ও সিডার সহযোগিতায় "পরিবেশ ও স্বাস্থ্য" শীর্ষক স্টাডি সার্কেল অনুষ্ঠিত হয়। আলোকচিত্রে সাংবাদিক গ্রুপের স্টাডি সার্কেলে বা দিক থেকে পর্যায়ক্রমে এনডিআই'র আবাসিক প্রতিনিধি জেমস ডি অলিভার, এনডিআই'র পরিচালক মোঃ আব্দুল মোমেন, এফিয়ার্ডের নির্বাহী পরিচালক আবু মোকারম খন্দকার, দৈনিক লালসবুজ-এর স্টাফ রিপোর্টার ও তিকুর রহমান, সাংবাদিক অমল তংচংগা, মনির, লুৎফা খানম, তরিক রহমান, সাজ্জাদ রহমান এবং ডানদিক থেকে আবার বা দিকে ঘুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রী নাদিরা ইয়াসমিন রিংকু ও সাবিকুন নাহার মেরিকে দেখা যাচ্ছে — ছবি ঃ লালসবুজ

২ দিনকাল
ঢাকা বৃহস্পতিবার ৩০ শ্রাবণ ১৪১০ বাংলা
14 August 2003

গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবে ডেমোক্রেসি ওয়াচে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এনডিআইএ'র আবাসিক প্রতিনিধি জেমস ডি-অলিভার -দিনকাল

গ্রাম সরকারকে সহায়তা দেবে স্টাডি সার্কেল

স্টাফ রিপোর্টার

জনগণের ক্ষমতায়ন ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের লক্ষ্যে চারটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে পরিচালিত স্টাডি সার্কেল গণতন্ত্রকে তৃণমূল পর্যায়ে শক্তিশালী করতে গ্রাম সরকারের কাজে সহায়তা করবে।

গতকাল বুধবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্টাডি সার্কেল স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারপার্সন ও ডেমোক্রেসি ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান একথা বলেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন এনডিআইর বিদায়ী আবাসিক প্রতিনিধি জেমস ডি অলিভার, সিডিসির নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, জিইউপির নির্বাহী পরিচালক নাসির উদ্দিন আহমদ, এ্যাফিয়ার্ডের সভাপতি ডা. এম এ বারী

২-এর পৃ: ৫-এর ক: দেখুন

গ্রাম সরকারকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এবং টিআইবির প্রতিনিধি ড. শাহনাজ করিম।

ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই)-এর সহায়তায় ডেমোক্রেসি ওয়াচ, গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা (জিইউপি), ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এবং এসোসিয়েশন ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট এ্যাফিয়ার্ড এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত।

তালেয়া রেহমান সাংগঠনিক কার্যক্রমের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে বলেন, স্টাডি সার্কেল হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র পরিসরের গণতন্ত্র। জনগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ৩ থেকে ৫ অধিবেশনের প্রত্যেকটি স্টাডি সার্কেলে অংশগ্রহণ করে।

তিনি জানান, চারটি সংস্থার উদ্যোগে এ পর্যন্ত ৩৫টি স্টাডি সার্কেলের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে ৪০০ জনের বেশি অংশ নিয়েছে। মাদারিপুর জেলার কালকিনি, শিবচর ও রাজৈর, গোপালগঞ্জ সদর ও মুকসুদপুর, শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি, ময়মনসিংহের সদর এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

তালেয়া রেহমান বলেন, এ কার্যক্রমটি ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সুইডেনে জনশিক্ষার একটি আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এনডিআইর বিদায়ী আবাসিক প্রতিনিধি জেমস ডি অলিভার বিগত ২০০১-এর ১ অক্টোবর অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান প্রক্রিয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। আগামীতে এ দেশের সাধারণ নির্বাচনে অনুরূপ স্বচ্ছতা থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

The Financial Express

Page 3 Thursday, August 14, 2003

NGOs start Swedish Study Circle method

The four non-governmental organisations (NGOs) have started the Swedish Study Circle method in Bangladesh to empower and enlighten the people at the grassroots level on their participation in the crucial social issues, reports UNB.

The NGOs – Democracywatch, Gono Unnayan Procheshta (GUP), Transparency International Bangladesh (TIB) and Association for Environment and Human Resource Development (AFEAHRD) have involved 403 citizens at the grassroots level in 35 study circles.

দৈনিক সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM
ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার, ৩০শে শ্রাবণ ১৪১০ ঃঃ 14 August 2003

স্টাডি সার্কেলের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি সম্ভব

স্টাফ রিপোর্টার ঃ স্টাডি সার্কেলের (পাঠচক্র) মাধ্যমে গণতন্ত্র, সুশাসন, মানবাধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি প্রভৃতির দিক থেকে মানুষকে সচেতন করা সম্ভব। গতকাল বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে বাংলাদেশ, স্টাডি সার্কেল স্টিয়ারিং কমিটি আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলা হয়। এতে বলা হয়, স্টাডি সার্কেলের মাধ্যমে জনগণকে সচেতনতার এ কার্যক্রমটি গত ১০০ বছর ধরে সুইডেনে জনশিক্ষার একটি আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে।

এখন পর্যন্ত ৩৫টি স্টাডি সার্কেলের মাধ্যমে সিংহভাগ তৃণমূল পর্যায়ের জনগণসহ ৪০০ জনেরও বেশী অংশগ্রহণকারীদেরকে এ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত রয়েছে চারটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা- ডেমোক্রেসিওয়াচ, গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা (জিইউপি), ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এবং এসোসিয়েশন ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউমেন রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট (এ্যাফিয়ার্ড)।

যে সমস্ত এলাকায় এই পরীক্ষামূলক কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়েছে তা হলো- মাদারীপুর (কালকিনি, শিবচর এবং রাজৈর), গোপালগঞ্জ (সদর এবং মোকসেদপুর), শেরপুর (নালিতাবাড়ী), মোমেনশাহী (সদর) এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা।

এতে বক্তব্য রাখেন স্টাডিসার্কেল স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান তালেয়া রহমান, অ্যাফিয়ার্ডের ডাঃ এম এ বারি, জিইউপির নাসির উদ্দিন আহমেদ, ডেমোক্রেসি ওয়াচের আমিনুল এহসান, টিআইবি'র ডঃ শাহনাজ। এতে মডারেটর ছিলেন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনডিআই'র বাংলাদেশস্থ আবাসিক প্রতিনিধি জেমস ডি অলিভার। উল্লেখ্য, স্টাডিসার্কেলে অর্থনৈতিক সহায়তা দিচ্ছে ইউএসএআইডি এবং সিডা।

The Independent
2
THURSDAY, AUGUST 14, 2003

Study Circle's project concludes

Move to enlighten villagers on social issues

STAFF REPORTER

The six-month long pilot project of Bangladesh Study Circle Steering Committee (BSCSC), aimed at empowering and enlightening people at grassroots level on their participation in crucial social issues, ended recently.

BSCSC, a conglomeration of four local non-government organisations (NGOs) -- Democracywatch, Gono Unnayan Prochesta (GUP), Transparency International Bangladesh (TIB) and Association For Environment And Human Resource Development -- conducted 35 study circles with the participation of over 400 citizens of the country.

Supported by Sweden International Donor Agency (SIDA) and USAID the NGOs conducted the study circles at grassroots level on five issues including environment and health, alternative dispute resolution, delivery of primary education services, local government and delivery of primary health services.

This was disclosed at a press conference held at the National Press Club here in the city yesterday.

Taleya Rahman, chairperson of the BSCSC read out the written statement at the press conference.

Among others James V. Oliver, resident representative of National Democratic Institute (NDI), Mohammad Jahangir, MA Bari, president of (AFEAHRD), Nasir Uddin Ahmed, executive director of GUP, Aminul Ehsan, programme manager of Democracywatch and Shahnaz Karim, senior research officer of TIB spoke on the occasion.

The areas of the pilot programme were - Kalkini, Shibchar, and Rajoir in Madaripur, Gopalganj Sadar and Mokshedpur, Modhupur and Dhanbari in Tangail, Nalitabari in Sherpur, Mymensingh Sadar and different parts of the Dhaka Metropolitan City.

2 The New Nation
Dhaka, Thursday, August 14, 2003

Empowerment of grass-roots people

NGOs start Swedish study circle method

UNB, *Dhaka*

Four non-government organizations (NGOs) have started Swedish Study Circle method in Bangladesh to empower and enlighten people at grassroot level on their participation in crucial social issues.

The NGOs – Democracywatch, Gono Unnayan Procheshta (GUP), Transparency International Bangladesh (TIB) and Association for Environment and Human Resource Development (AFEAHRD) have involved 403 citizens at the grassroot level in 35 study circles.

The method, developed in Sweden over a century ago, has been applied in Madaripur, Gopalganj, Tangail, Sheropur, Mymensingh and different parts of Dhaka Metropolitan city.

Addressing a press conference, Democracywatch executive director and chairperson of Bangladesh Study Circle Steering Committee Taleya Rehman said the people in our country merely know what is the essence of democracy.

"Only on the polling day, they cast their votes and else they have no participation. They know very well that they will not find the person they voted for until the next election," she said, adding, "that's why we are trying to encourage people to participate in crucial issues.

At the study circle, a small group democracy is at work; where they discussed in 3-4 day session environment and health, alternative dispute resolution, delivery of primary education services, local government and primary health care services.

"Citizens thought the study circle method are empowered, enlightened and motivated for collective community action on problems their community faces," Rehman said.

৮ দৈনিক লালসবুজ
THE DAILY LALSABUJ
১৪ আগস্ট ২০০৩

জাতীয় প্রেসক্লাবে সিডা এবং ইউএসএইড আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় বক্তৃতা করছেন ডেমোক্রেসী ওয়াচের তালেয়া রেহমান -ইউএনবি

জনগণের ক্ষমতায়নে উদ্দেশ্যে টিআইবি ডেমোক্রেসিয়াচ জিইপি ও এফিয়ার্ড ৩৫টি স্টাডি সার্কেল সম্পাদন করেছে

লালসবুজ রিপোর্টার

জনগণের ক্ষমতায়ন ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), ডেমোক্রেসিওয়াচ, গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা (জিইউপি) ও এসোসিয়েশন ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট (এফিয়ার্ড) তৃণমূল পর্যায়ের জনগণসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রায় ৪০০ জনের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এই পর্যন্ত প্রায় ৩৫টি স্টাডি সার্কেল পরিচালনা করেছে।

স্টাডি সার্কেল পরিচালনায় চারটি সংস্থাকে সহযোগিতা করেছে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইন্সটিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার (এনডিআই), ইউএসএইড এবং সিডা।

তিন দিন থেকে পাঁচ দিন ব্যাপী স্টাডি সার্কেলে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিকল্প পন্থায় বিরোধ নিস্পত্তি, প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, ইউনিয়ন পরিষদ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা, মাদারীপুর

এর পর ২য় পাতায় ৭ নং কলামে

জনগণের ক্ষমতায়নে ·

জেলার কালকিনি শিবচর ও রাজৈর, গোপালগঞ্জের সদর ও মোকসেদপুরে, শেরপুরের নলিতাবাড়ি এবং ময়মনসিংহের সদরে এই স্টাডি সার্কেলগুলো অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ স্টাডি সার্কেল স্টিয়ারিং কমিটির সাংবাদিক সম্মেলনে উপরোক্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। সম্মেলনে বলা হয় স্টাডি সার্কেল বাংলাদেশে নতুন হলেও সুইডেনে ১০০ বছরের ও বেশী সময় ধরে জনশিক্ষার একটি আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে পরিগনিত হয়ে আসছে। স্টাডি সার্কেল অল্প ব্যয় সাপেক্ষ ও বিশ্বব্যাপী এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিস্তিন, পূর্ব ইউরোপ, স্কেন্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ, তানজানিয়া এবং পূর্ব তিমুরে স্টাডি সার্কেল প্রচলিত রয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রেও এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় সমস্যার সমাধান এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে স্টাডি সার্কেল একটি সম্মিলিত কমিউনিটি উদ্যোগ। নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ সঠিকভাবে হলে প্রক্রিয়া ফলপ্রসু হয়।

ভবিষ্যতে আলোচনার জন্য সংসদ সদস্যদের ভূমিকা, রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ, বিরোধী দলের ভূমিকা এবং গণতান্ত্রিক চর্চা ও অভ্যাস নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

সম্মেলনে এনডিআই'র আবাসিক প্রতিনিধি জেমস ভি অলিভার, স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান ও ডেমোক্রেসিওয়াচের নির্বাহী পরিচালক আলেয়া রহমান, এফিয়ার্ডের চেয়ারম্যান ডা: এমএ বারী, গণউন্নয়ন প্রচেষ্টার নির্বাহী পরিচালক নাসির উদ্দিন ও টিআইবি'র শাহনাজ করিম উপস্থিত ছিলেন।

Making people aware of their rights

400 take part in study circle project at grassroots level

STAFF CORRESPONDENT

A total of 400 people, including 108 women, have so far participated in the Study Circle, an awareness building programme at the grassroots level.

"The programme aims at enlightening principally the grassroots level people about their rights and role in a participatory system," Executive Director of DemocracyWatch Taleya Rehman said yesterday.

Organised and supported by US-funded National Democratic Institute (NDI) for International Affairs, the community-based awareness project is being conducted by four local NGOs -- Democracywatch, Transparency International Bangladesh (TIB), Gono Unnayan Prochesta (GUP), and Association for Environment and Human Resource Development (AFEAHRD).

The areas of the pilot project include Kalkini, Shibchar and Rajoir in Madaripur; Mokshedpur and Gopalganj Sadar; Modhupur and Dhanbari in Tangail; Nalitabari in Sherpur; Mymensingh Sadar and different parts of Dhaka Metropolitan City.

The Democracywatch has undertaken the Study Circle programme in three unions of Mymensingh to identify ways to make the union parishads more effective and pro-people. And the AFEAHRD has been holding similar programme on environment and health.

The TIB held discussions on transparency and accountability in primary education, while GUP chose the topic 'Alternative Dispute Resolution' for discussion.

As a collective community effort, the Study Circle arranges public deliberations on an issue of common concern to make the people aware of their right to participate in a democratic process.

A mass education method pioneered in Sweden around a century ago, study circle is a peer-led discussion of usually 8 to 12 participants, who discuss and articulate problem-solving strategies for a positive change in a spontaneous and friendly atmosphere.

"NDI programmes in Bangladesh aim at facilitating the parliament, election process, development of political parties and civil society's participation in the democratic process," said outgoing Country Representative of NDI James Oliver.

To initiate public discourse on social and public policy issues affecting the citizens is one of the major endeavours of NDI in Bangladesh.

দৈনিক
খবরপত্র
The Daily Khabarpatra
বৃহস্পতিবার ৩০ শ্রাবণ ১৪১০ বাংলা ১৪ আগস্ট ২০০৩ ইং

এনডিআই দেশের কয়েকটি স্থানে চালু করেছে 'স্টাডি সার্কেল'

ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) বাংলাদেশের কয়েকটি স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে জনগণের ক্ষমতায়ন ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে 'স্টাডি সার্কেল' চালু করেছে। এই স্টাডি সার্কেলে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য, বিকল্প পন্থায় বিরোধ নিষ্পত্তি, প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এনডিআই-৪টি বেসরকারি সংস্থা- ডেমোক্রেসি ওয়াচ, গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এবং এসোসিয়েশন ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউমেন রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট-এর মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে এই স্টাডি সার্কেল পরিচালনা করে আসছে। বাসস

গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে স্টাডি সার্কেল স্টিয়ারিং কমিটি এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য তুলে ধরেন। সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনডিআই বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি জেমস ডি অলিভার। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন স্টাডি সার্কেল স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারপারসন ও ডেমোক্রেসি ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক তালেয়া রেহমান। এছাড়াও স্টাডি সার্কেল কার্যক্রম পরিচালনাকারী ৪টি বেসরকারি

১১ পৃঃ ১ কঃ দেখুন

এনডিআই দেশের কয়েকটি

শেষ পাতার পর

সংগঠনের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ কার্যক্রমের ওপর বক্তব্য রাখেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, মাদারীপুরের কালকিনি, শিবচর ও রাজৈর, গোপালগঞ্জের সদর উপজেলা, মকসুদপুর, শেরপুরের নালিতাবাড়ি, ময়মনসিংহের সদর উপজেলা ও ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় স্টাডি সার্কেল পরিচালিত হচ্ছে।

এ পর্যন্ত ৩৫টি স্টাডি সার্কেলের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের ৪০০ জনকে স্টাডি সার্কেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একটি স্টাডি সার্কেলে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৮ থেকে ১২ জন। এই স্টাডি সার্কেলের মাধ্যমে ক্ষুদ্র পরিসরে গণতন্ত্র চর্চা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই মূল লক্ষ্য।

তিন থেকে পাঁচ দিন এক একটি স্টাডি সার্কেল পরিচালিত হয়। অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককেই আলোচ্য বিষয়ের তথ্য সরবরাহ করা হয়। একজন প্রশিক্ষক সমগ্র আলোচনাটি পরিচালনা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সুইডেনে ১০০ বছর ধরে জনশিক্ষার একটি আদর্শ পদ্ধতি হিসেবে স্টাডি সার্কেল পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিস্তিন; পূর্ব ইউরোপ, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ, তানজানিয়া ও পূর্ব তিমুরে স্টাডি সার্কেল পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে ভবিষ্যতে স্টাডি সার্কেলে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা, রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ, বিরোধীদলসমূহের ভূমিকা এবং গণতান্ত্রিক চর্চা ও অভ্যাস আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

সিডা ও ইউএস এইড বাংলাদেশে স্টাডি সার্কেল প্রকল্পে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছে।

১৩ জুলাই ২০০৩

দৈনিক লালসবুজ
THE DAILY LALSABUJ

THE DAILY LALSABUJ

এফিয়ার্ডের 'পরিবেশ ও স্বাস্থ্য' বিষয়ক স্টাডি সার্কেলে অভিমত

অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে পরিবেশ দুষিত হচ্ছে

লালসবুজ রিপোর্টার

পরিবেশ সচেতনতার অভাব, অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে মারাত্মকভাবে পরিবেশ দুষিত হচ্ছে। এই পরিবেশ দূষণ নগরবাসীকে নানা রোগ ব্যাধির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্বাস্থ্য বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য এখনই যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

গতকাল ঢাকার বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিকদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে, এসোসিয়েশন ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট (এফিয়ার্ড) এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'পরিবেশ ও স্বাস্থ্য' বিষয়ক স্টাডি সার্কেলে উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করা হয়। পাঁচ দিন ব্যাপি স্টাডি সার্কেলের প্রথম দিনে 'নগর উন্নয়ন' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন এফিয়ার্ডের সভাপতি ডা: এম.এ. বারী, অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন এফিয়ার্ডের উপদেষ্টা ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আই.এম.এফ) এর সিনিয়র অর্থনীতিবিদ ড. শাহাবুদ্দিন এম হোসেন, মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন এফিয়ার্ডের নির্বাহী পরিচালক আবু মোকারম খন্দকার শাহীন এবং স্টাডি সার্কেলে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

এফিয়ার্ড সভাপতি ডা: এম. এ বারী বলেন,

এর পর ২য় পাতায় ১ নং কলামে

অপরিকল্পিত নগরায়ন

স্টাডি সার্কেলে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরী করে পরিবেশ দূষণ রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা যেতে পারে। তিনি পরিবেশ দূষণরোধে বিদ্যমান আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

স্টাডি সার্কেলে ড. শাহাবুদ্দিন এম. হোসেন বলেন, দেশে মারাত্মকভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ন ও শিল্পায়ন হওয়ার ফলে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় নেমে আসছে। ঢাকা মহানগর অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠায় এই পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে। ঢাকা মহানগরীর নোংরা পরিবেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক বা কোনো সিটিতে কল্পনাও করা যায় না। তিনি পরিবেশ দূষণরোধে যুগপোযোগি আইন প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পাঁচদিন ব্যাপী এই স্টাডি সার্কেলে পর্যায়ক্রমে নগর উন্নয়ন, বর্জ্য আবর্জনা দূষণ, বায়ু ও শব্দ দূষণ, পানি দূষণ এবং সুপারিশ ও কর্ম পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হবে।

গণজাগরণ

18 October 2003

এসোসিয়েশন ফর এনভায়রননমেন্ট এণ্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট (এ্যাফিয়ার্ড) এর স্টাডি সার্কেলের অংশগ্রহণকারী সাংবাদিক আজমুল লুৎফা এ্যাফিয়ার্ড সভাপতি-

ছবি ঃ ডঃ এম.এ. বারী

এ্যাফিয়ার্ডের পরিবেশ ও স্বাস্থ্য স্টাডি সার্কেলের রিপোর্ট পেশ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ এসোসিয়েশন ফর এনভায়রনমেন্ট এণ্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলমেন্ট (এ্যাফিয়ার্ড)-এর পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্টাডি সার্কেলের রিপোর্ট পেশ ও আলোচনা সভা গতকাল শুক্রবার জাতীয় জাদুঘরের ভাস্কর নভেরা হলে

(৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন)

এ্যাফিয়ার্ডের পরিবেশ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি ডাঃ এম এ বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ব্রাক ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী, প্রফেসর মোজাফ্ফর আহমেদ, সংসদ সদস্য নাজিম উদ্দিন আলম, সৈয়দ এ.এফ.এম ওয়াহেদ, এনডিআই-এর আবাসিক পরিচালক ডঃ ওয়েল লিপার্ট এবং এনডিআই এশিয়া অঞ্চল প্রতিনিধি ম্যাকরাম ওয়েস। সভায় স্টাডি সার্কেলের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন প্রফেসর কাজী মদীনা।

জামিলুর রেজা চৌধুরী অপরিকল্পিত নগরায়ন, শব্দ ও পানি দূষণ, বর্জ্য অপসারণে অব্যবস্থাপনাকে ঢাকা শহরের প্রধান সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এতে করে নগর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে তিনি এ্যাফিয়ার্ডের স্টাডি সার্কেল কার্যক্রমকে স্বাগত জানান।

অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ বলেন, মানুষের বিশেষ করে ছেলে-মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য উন্মুক্ত স্থান প্রয়োজন। বর্তমান পরিকল্পিত নগরায়নের ফলে এগুলো বিঘ্নিত হচ্ছে। সংসদ সদস্য নাজিম উদ্দিন আলম পলিথিন এবং পুরনো যানবাহন বন্ধে বর্তমান সরকারের সাফল্য তুলে ধরে বলেন, সরকার পরিবেশবান্ধব সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণে বদ্ধপরিকর।

সভাপতির বক্তব্যে ডাঃ এম.এ. বারী পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ে এ্যাফিয়ার্ড স্টাডি সার্কেল যে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা তৈরী করেছে তা বাস্তবায়নে সরকার ও বিভিন্ন মহলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। দ্বিতীয় পর্বে স্টাডি সার্কেলে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন গ্রুপের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

দৈনিক
খবরপত্র
The Daily Khabarpatra
বুধবার ১ শ্রাবণ ১৪১০ বাংলা ১৬ জুলাই ২০০৩ ইং

স্টাডি সার্কেল 'পরিবেশ ও স্বাস্থ্য' ইমাম গ্রুপ -আয়োজনে অ্যাফিয়ার্ড

অ্যাফিয়ার্ড-এর স্ট্যাডি সার্কেল এর অন্যতম তরুণ আয়োজক আলাউদ্দিন মন্টু

১৯৭৫ সালে খুলনার খালিশপুরে জন্মগ্রহণ করেন আলাউদ্দিন মন্টু। ১৯৯৫ সালে ঢাকা কলেজ থেকে ডিগ্রী পাস করেন। এসোসিয়েশন ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জড়িত। সম্প্রতি, এ্যাফিয়ার্ড পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের উপর 'স্ট্যাডি সার্কেল' নামে যে নগর উন্নয়ন ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করেছে তার তিনটি গ্রুপের আয়োজক আলাউদ্দিন মন্টু। অ্যাফিয়ার্ড-এর মধ্যে পাঁচটা উইংস আছে। স্পন্দন (মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রকল্প)। পথিক (পরিবেশ), আর্ষ থিয়েটার (কালচার মুভমেন্ট), ঊষা (মাদকাসক্তদের নিয়ে), সম্মিলিত মানবাধিকার মোর্চা (স্টুডেন্ট পিস)-এই পাঁচটি উইংস নিয়ে অ্যাফিয়ার্ড-এর কাজ চলছে বলে জানালেন তিনি। আলাউদ্দিন মন্টু রোটারেক্ট ক্লাব অব ওয়ারীর সাথে জড়িত। হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট-এর উপর ট্রেনিং করেছেন। তবে তিনি বেশি কাজ করেছেন এনভায়রনমেন্ট ও কালচার মুভমেন্ট নিয়ে কাজ করছেন। ইয়ুথ পিস নিয়ে কাজ করা হয়েছে। তরুণ আয়োজক আলাউদ্দিন মন্টু স্ট্যাডি সার্কেল-এর কাজ করে খুবই ভাল লাগছে। স্ট্যাডি সার্কেলের মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের মতামত প্রকাশের অধিকার রাখে। ঢাকা সিটিকে পরিবেশ ও আধুনিক নগরীতে রূপান্তরিত করাই

আলাউদ্দিন মিন্টু

লক্ষ্য। সাধারণ জনগণের সচেতনতা।

স্ট্যাডি সার্কেলের এ উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত হয়ে মেহনতি মানুষের কল্যাণে কাজ করাই একমাত্র লক্ষ্য। পাশাপাশি কালচার মুভমেন্টকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান।

দৈনিক
প্রকাশনার ১০ বছর
সত্য প্রকাশে নির্ভীক
রূপালীদেশ
THE DAILY RUPALIDESH

পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্টাডি সার্কেল শুরু

এসোসিয়েশন ফর এনভারনমেন্ট এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট (এ্যাফিয়ার্ড) গত ২০ মে থেকে ঢাকা শহরে শুরু করেছে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অনেকগুলো স্টাডি সার্কেল। প্রথম ধাপের এই স্টাডি সার্কেলটি চলবে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত।

স্টাডি সার্কেল হলো এলাকা ভিত্তিক অংশ গ্রহণকারীদের সমন্বয়ে একটি ছোট দল, যারা আগ্রহী হন একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে বেশ কয়েকদিন আলোচনা করতে। একজন নিরপেক্ষ সহায়তাকারী থাকেন যিনি অংশগ্রহণকে প্রাণবন্ত, বিষয়ভিত্তিক, সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করেন।

চলমান পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্টাডি সার্কেলের মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবেশে দূষণের উৎসসমূহ সনাক্ত করা, আলোচনা করা উক্ত দূষণের ফলে জনগণ স্বাস্থ্যগত কি কি সমস্যার

(২-এর পাতায় দেখুন)

পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক

সম্মুখীন হচ্ছে, পরিবেশগত কারণে স্বাস্থ্যগত যে সকল সমস্যায় জনগণ ভুগছে তার সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সর্বশেষে আলোচনা করা হয় কিভাবে সমস্যাগুলো সমাধান অথবা প্রতিরোধ করা যায়। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে করণীয় দিক-নির্দেশনাও বের করা হয়। উক্ত পাঠচক্রের আলোচ্য বিষয় অপরিকল্পিত নগরায়ন, বায়ু দূষণ, বর্জ/ আবর্জনা দূষণ, শব্দ দূষণ ও পানি দূষণ। খবর বিজ্ঞপ্তি।

সোমবার ॥ ২০ অক্টোবর ২০০৩
দৈনিক
সোনার আলো

এ্যাফিয়ার্ডের স্টাডি রিপোর্ট পেশ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

এসোসিয়েশন ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট (এ্যাফিয়ার্ড)-এর পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্টাডি সার্কেলের রিপোর্ট পেশ ও আলোচনা সভা গত শুক্রবার জাতীয় জাদুঘরের ভাস্কর নভেরা হলে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি ডাঃ এম এ বারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ব্রাক ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর এবং বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী, প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ, সংসদ সদস্য নাজিম উদ্দিন আলম, সৈয়দ এ.এফ.এম ওয়াহেদ, এনডিআই-এর আবাসিক পরিচালক ডঃ ওয়েল লিপার্ট এবং এনডিআই এশিয়া অঞ্চল প্রতিনিধি ম্যাকরাম ওয়েস। সভায় স্টাডি সার্কেলের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ

২ এর পাতায় দেখুন

এসোসিয়েশন ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট (এ্যাফিয়ার্ড) এর পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্টাডি সার্কেলে অংশ গ্রহণকারী সাংবাদিক আজমুল লুৎফা খানমকে সনদ ও ক্রেষ্ট দিচ্ছেন এ্যাফিয়ার্ড সভাপতি ডাঃ এম, এ, বারী

এ্যাফিয়ার্ডের স্টাডি রিপোর্ট

বিষয়ক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন প্রফেসর কাজী মদীনা।

জামিলুর রেজা চৌধুরী অপরিকল্পিত নগরায়ন, শব্দ ও পানি দূষণ, বর্জ্য অপসারণে অব্যবস্থাপনাকে ঢাকা শহরের প্রধান সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, এতে করে নগর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে তিনি এ্যাফিয়ার্ডের স্টাডি সার্কেল কার্যক্রমকে স্বাগত জানান।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, মানুষের বিশেষ করে ছেলে-মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য উন্মুক্ত স্থান প্রয়োজন। বর্তমান অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে এগুলো বিঘ্নিত হচ্ছে। সংসদ সদস্য নাজিম উদ্দিন আলম পলিথিন এবং পুরনো যানবাহন বন্ধে বর্তমান সরকারের সাফল্য তুলে ধরে বলেন, সরকার পরিবেশবান্ধব সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণে বদ্ধ পরিকর।

সভাপতির বক্তব্যে ডাঃ এম.এ বারী পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ে এ্যাফিয়ার্ড স্টাডি সার্কেল যে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা তৈরি করেছে তা বাস্তবায়নে সরকার ও বিভিন্ন মহলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। দ্বিতীয়পর্বে স্টাডি সার্কেলে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন গ্রুপের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

লালসবুজ
THE DAILY LALSABUJ
ঢাকা, রবিবার ॥ ২ অগ্রহায়ণ ১৪১০ ॥ ১৬ নভেম্বর ২০০৩

বিশেষ প্রতিবেদন

অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ

এ্যাফিয়ার্ডের রিপোর্ট

আতিকুর রহমান

বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ এবং দূষিত শহর ঢাকাতে প্রায় এক কোটি ২০ লাখ লোক বাস করে। পরিবেশ দূষণজনিত কারণে এই শহরে প্রতিদিন ৪২ জন লোক মারা যায়। গ্রামাঞ্চল থেকে প্রতিনিয়ত ঢাকামুখী মানুষের ক্রমবর্ধমান চাপে অবস্থা আরো নাজুক হচ্ছে। অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে প্রধানত বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, বর্জ্য ও পানি দূষণ ঘটছে। পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে জনসাধারণ খুব একটা সচেতন নয়। পরিবেশ দূষণের ফলে নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। পরিবেশ দূষণের এই ধারা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মারাত্মক স্বাস্থ্যগত সমস্যার মুখোমুখী হবে।

সম্প্রতি প্রকাশিত এসোসিয়েশন ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট (এ্যাফিয়ার্ড) এর পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্টাডি সার্কেলের রিপোর্টে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। ইউ এস এইড, সিডা ও এন আই'র সহযোগিতায় এবং এ্যাফিয়ার্ডের উদ্যোগে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ১০ টি স্টাডি সার্কেল অনুষ্ঠিত হয়। ইমাম, সাংবাদিক, গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি, কলেজ শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র, এম বিএ পেশাজীবী, পল্লবী মিরপুর এলাকাবাসী, আইটি পেশাজীবী, জোয়ার সাহারা এলাকাবাসী এবং এ্যাফিয়ার্ডের স্টাফ সার্কেল থেকে সর্বমোট ২০ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্টাডি সার্কেলে অংশগ্রহণকারীগণ অপরিকল্পিত নগর উন্নয়ন, বর্জ্য আবর্জনা দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ ও পানি দূষণের কারণ, উদ্ভূত সমস্যা এবং সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন।

স্টাডি সার্কেলে অপরিকল্পিত নগর উন্নয়নের কারণ হিসেবে রাস্তা খননে অব্যবস্থাপনা, নিয়ম বহির্ভূত সুউচ্চ ভবন নির্মাণ, পানি, বিদুৎ, গ্যাস, টেলিফোন লাইনের সংযোগ ও বর্জ্য নিষ্কাশনে সমন্বয়ের অভাব, কর্মসংস্থানের জন্য ঢাকাতে জনগণের ব্যাপক আগমন, পুকুর জলাশয় দখল ও ভরাট করা এবং যত্রতত্র হাট বাজার গড়ে উঠাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সে কারণে রাস্তাঘাটে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ফলে, মশা, মাছি, কীটপতঙ্গ বৃদ্ধি পায়। যাতে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, পেটের পীড়া হয়। শিশুদের শারীরিক মানসিক বিকাশ বিঘ্নিত হয়। যানজটের কারণে সময় ও অর্থের অপচয় হয়। সর্বোপরি দ্রুত নগর উন্নয়নের কারণে বন উজাড় হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে জীব বৈচিত্র এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

সমাধানের জন্য পানি বিদ্যুৎ গ্যাস, টেলিফোন ও বর্জ্য নিষ্কাশনে আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়, খেলার মাঠ, পুকুর, জলাশয় সঠিক রক্ষনাবেক্ষণ, শিল্প বাণিজ্য ও আবাসিক এলাকা নির্দিষ্ট করণ। ফুটপাত ও বাজারের অব্যবস্থা দূরীকরণ, ভূমিকম্প সহ বিভিন্ন দুর্ঘটনা প্রতিরোধক্ষম বহুতল ভবন নির্মাণ নিশ্চিত করণ, সংশ্লিষ্ট আইনের যথাযথ প্রয়োগ সহ বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়।

রিপোর্টে বর্জ্য আবর্জনা দূষণের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে অপর্যাপ্ত ডাস্টবিন ও ঢাকনা বিহীন ডাস্টবিন, অপর্যাপ্ত ময়লা ফেলার গাড়ী, মেডিকেল বর্জ্যের সাথে অন্যান্য বর্জ্যের মিশ্রন, সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক যথাসময়ে ময়লা না নেয়া, কেন্দ্রীয় ভাবে আবর্জনা ফেলার স্থানের অভাব ও অব্যবস্থাপনা, গণ শৌচাগারের অভাব, আবর্জনা নিকাশনে আধুনিক প্রযুক্তির অভাব এবং পশু জবাই ইত্যাদি।

বর্জ্য আবর্জনা দূষণের কারণে উদ্ভূত সমস্যা হচ্ছে শিশুরা হাপানি, যক্ষা, টাইফয়েড, এলার্জিসহ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। গর্ভবতী মায়েরা নানা শারীরিক পীড়ায় ভুগছে এবং তা থেকে শিশুরা সংক্রমিত হচ্ছে। খোলা ডাস্টবিন থেকে আবর্জনা বৃষ্টির পানির সাথে ভেসে গিয়ে সুয়ারেজ লাইন বন্ধ করে দেয়। ফলে সৃষ্টি হয় দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতা। মেডিক্যাল বর্জ্য এক শ্রেণীর মানুষ কুড়িয়ে নিয়ে পুনরায় বিক্রি করায় তা থেকে সংক্রমনের মাধ্যমে ভয়াবহ রোগ ছড়ায়। আবর্জনা যথাসময়ে নিকাশন না করায় মশা, মাছি সহ বিভিন্ন ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। যা থেকে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া সহ বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। আবর্জনা নদীতে ফেলার কারণে নদীর তলা ভরাট হয়ে গিয়ে স্বাভাবিক প্রবাহে বিঘ্ন ঘটে। এতে মাছও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। শিল্প কারখানায় কেমিক্যাল ব্যবহার এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে কারখানার শ্রমিকরা নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। রাস্তার খোলা ডাস্টবিন দুর্গন্ধ ছড়ায় যাতে পথচারীদের চলাচলে অসুবিধা হয়।

সমাধানের জন্য যে সকল সুপারিশ করা হয়েছে ঃ বর্জ্যকে পরিত্যক্ত হিসেবে না দেরে বায়ো গ্যাস, জৈবসার সহ বিভিন্ন সম্পদে রূপান্তর করা। রাস্তার পাশে আধুনিক ও ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিন রাখা এবং ময়লা অপসারণের গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি। নিয়মিত ও রাতের বেলায় আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা। পচনশীল-অপচনশীল, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পৃথক করে অপসারণের ব্যবস্থা করা। মেডিক্যাল বর্জ্য মেডিকেলের ভিতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধ্বংস করা। রাস্তার পাশে মহিলাদের জন্য পৃথক টয়লেট সহ পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেট স্থাপন। বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও টেকসই নীতিমালা গ্রহণ।

রিপোর্টে বায়ু দূষণের কারণ সম্পর্কে বলা হয়, পুরনো গাড়ীর ব্যবহার ও ব্যবহৃত তেলে ভেজাল। ঢাকা শহরের আশপাশে ইটের ভাটা থেকে নির্গত ধোঁয়া। জনসমাগমের স্থলে ধুমপান। কেন্দ্রীয় ভাবে আবর্জনা ফেলার স্থান লোকালয়ে হওয়া। মশাসহ কীট পতঙ্গ নিধনের জন্য স্প্রে ব্যবহার। ট্যানারী, গ্রিল, ওয়েল্ডিং, কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া। যত্রতত্র পরিত্যক্ত পদার্থ পোড়ানো। প্লাষ্টিক, কাচ, অন্যান্য পদার্থ রিসাইক্লিং করা। বিভিন্ন প্রাণীর মৃত দেহ পচন। পেস্টি সাইড, এয়ারকুলার, রেফ্রিজারেটর ও টায়ার গ্যাসে নির্গত ধোঁয়া, রাস্তায় পিচ গলানো কালো ধোঁয়া ইত্যাদি।

বায়ু দূষণের উদ্ভূত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শ্বাসকষ্ট, মাথা ব্যাথা, হাপানি, চোখের পীড়া, এলার্জি ও হৃদরোগ, ফুসফুস ও ত্বকের ক্যানসার, বমিবমি ভাব সহ মারাত্মক রোগের সৃষ্টি। বায়ু মন্ডলের ভারসাম্য নষ্ট, জমির উর্বরতা নষ্ট, তীব্র দুর্গন্ধের ফলে মানসিক চাপের সৃষ্টি এবং গর্ভবতী মায়েদের ক্ষতি।

সমাধানের জন্য যে সকল সুপারিশ করা হয়েছে ইট ভাটা শহর থেকে স্থানান্তর করে দূরে স্থাপন এবং ভাটায় কাঠ কয়লা পোড়ানোর পরিবর্তে গ্যাসের ব্যবহার নিম্নমানের যানবাহন ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ। প্রকাশ্য স্থানে ধুমপান নিষিদ্ধ সহ ধুমপান না করতে নানাভাবে উৎসাহ দান। মশা, কীটপতঙ্গ নিধনে স্প্রে সীমিত করা। বাড়ী করার সময় সঠিক ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা করা এবং বায়ু দূষণ রোধে গাড়ীর ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণ দেয়া।

শব্দ দূষণের কারণ সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়েছে যত্রতত্র অবাধে মাইক ব্যবহার। উচ্চ শব্দের হর্ন বাজানো। ত্রুটিপূর্ণ যানবাহনের বিকট শব্দ। পটকাবাজী। কলকারখানায় উচ্চ শব্দের মেশিন। রেলগাড়ী ও উড়ো জাহাজের শব্দ। জেনারেটর থেকে সৃষ্ট শব্দ ইত্যাদি। উদ্ভূত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মাথা ব্যাথা, মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি। খিটখিটে ভাব। শ্রবন শক্তি কমে যাওয়া এমনকি বধির হওয়ায় আশংকা থাকে। হাসপাতালে মুমূর্ষ রোগির সমস্যা ও গর্ভবতী মায়েদের ক্ষতি।

সমাধানের জন্য যে সকল সুপারিশ এসেছে: আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প এলাকায় নির্ধারিত সীমা মেনে চলতে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা। শহরের বিভিন্ন স্থানে শব্দ দূষণের মাত্রা নিরুপনে মনিটরিং করা। হাইড্রোলিক হর্নসহ যে কোন ধরনের বিকট শব্দের হর্ন বাজানো নিষিদ্ধ করা। ত্রুটি পূর্ন যানবাহনের ব্যবহার নিষিদ্ধ। সকল যান্ত্রিক ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার।

পানি দূষণ সম্পর্কে স্টাডি সার্কেলের রিপোর্টে বলা হয়েছে ত্রুটিপূর্ণ সুয়ারেজ লাইন গ্যাস লাইন বুড়িগঙ্গা সহ ঢাকার পার্শ্ববর্তী নদীতে আবর্জনা ফেলা। ড্রেনের আবদ্ধতা ও জলাবদ্ধতা। শিল্প বর্জ্য নদীতে নিক্ষেপ, পানিতে মলমুত্র ত্যাগ, মেডিকেল বর্জ্য নদীতে ফেলা। কীট নাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার। পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা বৃদ্ধি।

সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে কলেরা, ডায়রিয়া, জন্ডিস ও ত্বকের ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগের উৎপত্তি। পানির অপ ব্যবহারের ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। জলাবদ্ধতায় মশা, মাছি সহ ক্ষতিকর জীবানুর জন্ম হচ্ছে। পানি দূষণের ফলে পানিতে বসবাসরত প্রাণি বিলুপ্ত হচ্ছে। নদীর নাব্যতা কমে যাচ্ছে। দূষিত পানির মাছ, শাক সবজি খেলে মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

রিপোর্টে সমাধানের জন্য যে সকল সুপারিশ করা হয়েছে সোয়ারেজ লাইনের সংযোগ নদীতে দেয়া বন্ধ করা সহ আবর্জনা নদীতে ফেলা নিষিদ্ধ করা। সোয়োরেজ লাইনকে পানির লাইন থেকে পৃথক করতে হবে। শিল্প বর্জ্য নদীতে ফেলার পরিবর্তে নিকাশন প্লান্ট স্থাপন করতে হবে। জীবজন্তু পানিতে ফেলা নিষিদ্ধ করণ। নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং করণ। ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের পরিবর্তে উপরি ভাগের পানি রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে ব্যবহার এবং বৃষ্টির পানি ব্যবহার করা। সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

সমাধানের জন্য যে সকল সুপারিশ করা হয়েছে ঃ বর্জ্যকে পরিত্যক্ত হিসেবে না দেরে বায়ো গ্যাস, জৈবসার সহ বিভিন্ন সম্পদে রূপান্তর করা। রাস্তার পাশে আধুনিক ও ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিন রাখা এবং ময়লা অপসারণের গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি। নিয়মিত ও রাতের বেলায় আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা। পচনশীল-অপচনশীল, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য পৃথক করে অপসারণের ব্যবস্থা করা। মেডিক্যাল বর্জ্য মেডিকেলের ভিতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধ্বংস করা। রাস্তার পাশে মহিলাদের জন্য পৃথক টয়লেট সহ পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেট স্থাপন। বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও টেকসই নীতিমালা গ্রহণ